ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে

আন্দালুসের গল্প ০১

আম্মারুল হক

উৎসর্গ

'মনি'কে-

মনি আমার বড় ও একমাত্র বোন। একসময় আমরা নিয়ম করে ঝগড়া করতাম। এখন বহুদিন পরপর আমাদের দেখা হয়। আমি তাকে কী ভালোটাই না বাসি! এ কথা কি সে জানে?

সূচিপত্র

লেখকের কথা ৯

বরকতময় উপদেশ : ১ ১৩

বরকতময় উপদেশ : ২ ২৬

ক্ষুদে অশ্বারোহী ২৮

আন্দালুসিয়া থেকে মক্কা মুকাররামাহ ৪০

কর্ডোবায় একরাত্রি ৫১

সর্বোত্তম স্বাদ ৬৩

প্রেমিকের মোহভঙ্গ ৭১

ছলনাময়ী ৮৬

ফিরে পাওয়া জীবন ৯৫

একটি শব্দে মন্দ বিলোপ ৯৯

বিদআতের সাজা ১০৭

নিষিদ্ধ প্রেমের করুণ সমাপ্তি ১০৯

ইচ্ছেপূরণ ১২২

জুলুমের পরিণতি	১৩০
ইলম তলবে বিস্ময়কর আকাঙ্ক্ষা	১৩৭
ইলম ও আতিথেয়তা	১৪৮
দন্তহীনকে বাদাম দেওয়া	১৫১
কর্ডোবার বুকমার্কেট	১৫৫
পরিস্থিতি সামাল	১৫৯
বিচারক ও খলিফার ঘটনা	১৬১
পাখির বিচার	১৬৫
সাহিত্য-যুদ্ধ	১৬৮
বংশীবাদকের সাহিত্য যাচাই	১৭১
আন্দালুসীয় ব্যক্তির ভারত সফর	১৭৭
আলিমের প্রতি আসমানি উপদেশ	১৮২
আন্দালুসীয় ব্যক্তির পারস্য সফর	১৮৫

লেখকের কথা

আন্দালুস! আমাদের হারানো অতীত। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের স্মারক। উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দিল মালিকের শাসনামলে পৃথিবীর বুকে একটুকরো জান্নাতের মতো এই অনিন্দ্য সুন্দর ভূমি বিজিত হয়। আন্দালুস বলতে আমরা মনে করি বর্তমান স্পেন। তা সঠিক নয়। বর্তমান স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ ফ্রান্স, ইতালির কিছু অংশ মিলে গঠিত ছিল বৃহত্তর আন্দালুস।

মুসলমানদের আগমনের পূর্বে আন্দালুসে তখন গোথ জাতি শাসন করছিল। তাদের রাজা ছিল রডারিক। রডারিকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল আন্দালুসের মানুষ। রডারিকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সিউটা রাজ্যের গভর্নর জুলিয়ান একপর্যায়ে বিদ্রোহ করে। সে তখন তাঞ্জিয়ার শাসক তারিক বিন যিয়াদের কাছে পত্র লিখে আন্দালুস আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। মূসা বিন নুসাইর তখন খলিফা ওয়ালিদের সঙ্গে পরামর্শ করে ৫০০ সৈন্যের একটি দল ৯১ হিজরির রমজান মাসে তরিফ বিন মালিকের নেতৃত্বে আন্দালুস (বৃহত্তর স্পেন) অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই বাহিনী সাবতা থেকে খ্রিষ্টান গভর্নর জুলিয়ানের জাহাজ দিয়ে বালুমা দ্বীপে আক্রমণ করে দ্বীপটি জয় করে এবং স্পেন আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে আসে। তারপর মূসা বিন নুসাইর তার অন্যতম সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদকে সাত হাজারের একটি বাহিনী দিয়ে আন্দালুস বিজয় করতে প্রেরণ করেন।

তারিক বিন যিয়াদ সাগর পাড়ি দিয়ে যে স্থানে অবতরণ করেন, সেটি আজও জাবালে তারিক নামে পরিচিত আছে। খ্রিষ্টানরা এই জায়গার বর্তমান নাম দিয়েছে জিব্রালটা। তারিক বিন যিয়াদ এখানে অবতরণ করে মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশে ক্ষুদ্র একটি ভাষণ দেন, যা আজও ইতিহাসের পাতায় পুনঃপুন উচ্চারিত। তিনি বলেছিলেন,

হে মানবসকল! পালাবে কোথায়? সাগর তোমাদের পিছনে আর শত্রু তোমাদের সামনে। আল্লাহর কসম, তোমাদের ঈমানের সত্যতা ও ধৈর্য ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই।[১]

তারিক প্রথমে কারতাজানা বিজয় করেন এবং আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় চাঁদ তারা খচিত নিশান উড়িয়ে দেন। আন্দালুসের (বৃহত্তর স্পেন) শাসক রডারিক যখন মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা অনুভব করতে পেরে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তারিকের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে। ৯২ হিজরির ২৮ রমজান (রোববার) সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে আন্দালুসের খ্রিষ্টান রাজা রডারিকের সঙ্গে ওয়াদি লাক্কার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। লাগাতার ৮ দিন যুদ্ধ শেষে, মাত্র ১২ হাজারের ছোট্ট মুসলিম বাহিনীর হাতে প্রতিপক্ষের ১ লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। যুদ্ধে তিন হাজার মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন। অপরপক্ষে খ্রিষ্টান সৈন্যদের অধিকাংশই রণাঙ্গনে প্রাণ হারায়। কারও মতে, স্বয়ং রডারিকও রণাঙ্গনে নিহত হয়। আবার কেউ বলেন, সে দূরে কোথাও পালিয়ে যায়। কারও মতে, সে পালানোর সময় নদীতে ডুবে মরে।

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এক মহান বিজয় দান করেন। এই যুদ্ধে বিজয় লাভের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য সমগ্র আন্দালুস বিজয়ের পথ সুগম হয়। পরবর্তী সময় ইসলামের সোনালি যুগ।

মুসলিম আন্দালুসের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। এই সৌন্দর্য চোখে আনে শীতলতা, হৃদয়ে জাগায় প্রশান্তির অনুভব, মস্তিষ্কে তোলে আলোড়ন। মুসলমান

---

[১] াফহুত ত্বীব (২৪০/১)

শাসকগণ ঢেলে সাজিয়েছিলেন আন্দালুসকে। নির্মাণ করেছিলেন আধুনিক সব শহর। গ্রানাডা, কর্ডোবা, সেভিল, টলেডো, ভ্যালেন্সিয়া, আলমেরিয়া, মালাগার—পরতে পরতে মুসলিম ইতিহাসের সোনালি স্পর্শ আজও জানান দেয় অতীতের শৌর্যবীর্যের কথা। কর্ডোবার আয যাহরা মসজিদে কুরআন-হাদীস চর্চার সেই গু রণ, টলেডোর পাহাড়ে তুষারপাতের শুভ্র দৃশ্য, গ্রানাডার আল হামরা প্রাসাদের চাকচিক্য, জারাগোজার শ্বেত ালানগুলোর দেয়ালে দেয়ালে লতানো জেসমিনের সৌরভ যেন মোহিত করে। নিয়ে যায় কল্পনার দূর বহুদূর।

আন্দালুস জন্ম দিয়েছে কত বীর! আন্দালুসের মাটিতে হেসেখেলে বড় হয়েছেন কত বড় বড় আলিম! কর্ডোবার পাঠাগারে রচিত হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত পুস্তক, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ে ই আন্দালুসের কথা আমরা ভুলি কী করে। কবি বলছেন,

‘তোমাকে হারিয়ে ধৈর্য ও শোক একযোগে কামনা করলাম,

শোক সাড়া দিলো বটে, আশা তো নয়ই।

তোমাকে ফিরে পাবার আশা বিলীন হবে হোক,

হারানোর বেদনা চিরকাল জাগরূক থাকুক।’

প্রিয় পাঠক, পতনের ইতিহাস দুঃখ-বেদনায় ভরা। পতনের যে ধারা শুরু হয়েছিল, আজও তার সমাপ্তি ঘটেনি। গ্রানাডার পতনের ফলে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা কাটিয়ে ওঠা কখনো সম্ভব হয়নি। আন্দালুসের পতনের ফলেই ইউরোপ শক্তি-সামর্থ্য মুসলমানদের তুলনায় এগিয়ে যায়। দুঃখের কথা বললে কষ্ট বাড়ে বৈ কমে না। এই আলোচনা অন্যদিনের জন্য তোলা থাক...

এই বই আমার প্রথম মৌলিক বই। এইজন্য দুঃখদিনের গল্প া বলে আনন্দের গল্প বলেছি কয়েকটা। মুসলিম আন্দালুসের সোনালি দিনের কিছু গল্প শুনিয়েছি। প্রতিটি গল্পের সাথে যুক্ত করা হয়েছে ইতিহাস থেকে সূত্র। এবং সেই সাথে উপসংহারে উপদেশের সংযুক্তি। আশা করি সকলের জন্যই এই গল্পগুলো সুখপাঠ্য হবে।

এই গল্পগুলো আপনাদের শোনানোর পেছনে যার অনুপ্রেরণা পেয়েছি তিনি হলেন, আমার পছন্দের মানুষ বড় ভাই মাওলানা ইমরান রাইহান। তাকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। প্রকাশক সালেহ রেজা ভাই, প্রুফরিডার, প্রেস কর্মচারী সকলের পরিশ্রম সার্থক হোক। আল্লাহ তাআলা সকলের জন্য এই বই নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন।

মানুষ হিসেবে ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। কোনো ভুলচুক পরিলক্ষিত হলে জানানোর অনুরোধ সচেতন পাঠকের কাছে রইল।

পরম করুণাময় আমাদের সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ করুন। আমীন।

আম্মারুল হক

২৩-০৬-২০২২
শান্তিডাঙ্গা, কুষ্টিয়া।

ফিরে পাওয়া জীবন

এক আন্দালুসিয়ান লোকের এক সুন্দরী দাসী ছিল। তাকে সে খুব ভালোবাসত এবং সেও তাকে ভালোবাসত। কিন্তু অভাবে পড়ে সে তাকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। একজন ভালোমনের ব্যবসায়ী এই দাসীকে কিনে নিয়ে যায়। দাসীটির প্রথম মুনিব তাকে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু সে চিন্তাই করতে পারেনি যে, ওই দাসীর সাথে তার আত্মা জুড়ে গেছে এবং সে তাকে ছাড়া বাঁচতেই পারবে না। প্রেমাস্পদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার বিরহের তীব্রতায় তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলো। শেষমেশ সহ্য করতে না পেরে সে ব্যবসায়ীর কাছে আবারও দাসীকে ফিরিয়ে নিতে গেল। এদিকে ব্যবসায়ীও দাসীর রূপে পাগল হয়ে তার প্রেমে পড়ে যায়, তাকে ভালোবেসে ফেলে। প্রথম মালিক ব্যবসায়ীর কাছে এসে দাসীকে ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ করে, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি সে তার সমুদয় সম্পত্তিও ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিতে রাজি হয়। তারপরেও ব্যবসায়ী তার অনুরোধ রাখলেন না। নিজ এলাকার লোকজন নিয়ে তাদের মাধ্যমে সে ব্যবসায়ীর কাছে সুপারিশও করল। কিন্তু তারপরও ব্যবসায়ীর হৃদয় গলল না।

একপর্যায়ে সম্পূর্ণ অস্থির হয়ে সে তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ে লে। অতঃপর সিদ্ধান্ত নিল, সে শহরের হাকিমের শরণাপন্ন হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। শহরের হাকিম দলবল নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, এমন সময় ওই ব্যক্তি দূর থেকে চিৎকার করে হাকিমকে ডাকতে লাগলেন। হাকিম তার চিৎকার শুনে

তাকে তলব করে দরবারে আসার আদেশ দিলেন। দরবারে এসে হাকিম সিংহাসনে বসলেন এবং তাকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে বললেন। ওই লোক পুরো ঘটনা বলে হাকিমের কাছে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। তার পুরো বক্তব্য শুনে হাকিম এবার দাসীর ক্রেতা সেই ব্যবসায়ীকে দরবারে উপস্থিত করার আদেশ করলেন। ব্যবসায়ী এলে হাকিম তাকে বললেন,

‘এই লোক বড় অদ্ভুত প্রেমিক! আমি তার হয়ে আপনার কাছে সুপারিশ করছি, আপনি তাকে দাসী ফিরিয়ে দিন।’

কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করে বললেন,

‘আমি তাকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি। এবং আমি ভয় পাচ্ছি, যদি আমি দাসীকে এই লোকের কাছে ফিরিয়ে দিই, তবে আমি আগামীকাল আপনার কাছে সাহায্য চাইব এবং আমার অবস্থা এই ব্যক্তির থেকে আরও খারাপ হয়ে যাবে।’

হাকিম তার হৃদয় গলানোর জন্য নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে কিছু দিনার-দিরহাম তাকে দিতে চাইলেন। কিন্তু তবুও তিনি দাসীর প্রতি নিজের ভালোবাসার কারণে হাকিমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজের অপারগতা প্রকাশ করলেন। এভাবে অনেকক্ষণ বাদানুবাদ চলার পরেও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারায় হাকিম প্রথম ব্যক্তিকে বললেন,

‘তোমার জন্য তো অনেক কিছুই করলাম। যা দেখলে এর চেয়ে আর বেশি কিছু আমি করতে পারি না। তোমার জন্য যতটা স ব সুপারিশ, চেষ্টা সবই করলাম। কিন্তু ব্যবসায়ী তো তোমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে বলে দাবি করছে, তার অবস্থা তোমার চেয়েও খারাপ হয়ে যাবে বলছে। এখন কী করা যায় বলো। ধৈর্য ধরো। আল্লাহ তাআলা হয়তো ে ামার জন্য কোনো ব্যবস্থা করে দেবেন।’

আন্দালুসিয়ান লোকটি বলল,

‘আপনার হাতে কি আর কোনো উপায় নেই?’

জবাবে হাকিম তাকে বললেন,

‘এখানে সদিচ্ছা ও চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করার আছেই-বা কী?’

আন্দালুসিয়ান লোকটি নিরাশ হয়ে আত্মাহুতি দেয়ার জন্য ছাদ থেকে ঝাঁপ দিলো। হাকিম আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন। পাইক-পেয়াদা দ্রুত তাকে নিচ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে হাকিমকে জানাল যে, তার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। আবার তাকে দরবারে উপস্থিত করা হলো। হাকিম জানতে চাইলেন, আত্মহত্যা করে তার কী লাভ?

সে বলল,

‘জাঁহাপনা! এরপর আর বেঁচে থাকার কোনো অবলম্বন বাকি নেই।’

দ্বিতীয়বারের মতো সে আত্মহত্যা করতে চাইলে সবাই তাকে বাধা দেয়।

হাকিম এবার বললেন,

‘তার এই আত্মহত্যার চেষ্টা থেকেই এই মকদ্দমার রায় বেরিয়ে আসে।’

অতঃপর তিনি ে ার দিকে ফিরে বললেন,

‘ওহে! তুমি উল্লেখ করেছ যে, তুমি দাসীকে তার প্রথম মালিকের চেয়েও বেশি ভালোবাসো, এবং তুমি ভয় পাচ্ছ যে তুমিও তার মতোই হবে। ঠিক?’

তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, জনাব।’

হাকিম বললেন,

‘তোমার এই বন্ধু তার ভালোবাসা প্রদর্শন করেছে। এমনকি সে প্রেম-বিরহে আত্মাহুতি পর্যন্ত দিতে চেয়েছে। যদি না আল্লাহ তাকে রক্ষা করতেন, সে দুনিয়া থেকে চলে যেত। দেখি ওর মতো করে আপনিও আপনার প্রেমের নিদর্শন আমাদের সামনে উপস্থাপন করুন। আপনার বন্ধুর মতো এই বারান্দা থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়ে দেখিয়ে দিন। যদি এতে আপনার মৃত্যু হয়ে যায় সে ায় আপনার। আর যদি বেঁচে ফেরেন তবে দাসী আপনার কাছেই থাকবে। কিন্তু যদি আপনি ঝাঁপ দিতে না পারেন, তাহলে কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে দাসী ছিনিয়ে নিয়ে প্রথম মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেবো।’

কবি বলেন,

‘কামনার রং কেবল সে-ই জানে, যে তা ভোগ করে,

প্রেমের আয়তন সে-ই বোঝে, যে পরিমাপ করে।’

ব্যবসায়ী প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে বলল,

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করে দেখছি।’

ভালোবাসার প্রমাণ দেয়ার লক্ষ্যে প্রথমে তিনি দরজার কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু ঝাঁপ না দিয়ে ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসলেন। তা দেখে হাকিম তাকে বললেন,

‘আল্লাহর কসম, আমি যা বলেছি, তা-ই হবে। আমি আমার রায় প্রত্যাহার করব না।’

ক্রেতা আবারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু এবারেও আতঙ্কিত হয়ে পিছু হটলেন।

ব্যবসায়ী যখন কিছুতেই তার ভালোবাসার চিহ্ন উপস্থাপন করতে পারল না, হাকিম তাকে বললেন,

‘অনেক হয়েছে। আমাদের সাথে আর তামাশা করবেন না।’

অবশেষে প্রথম মুনিবের সংকল্প দেখে ব্যবসায়ী বলল,

‘জাঁহাপনা! দাসী আমি সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়ে দিচ্ছি।’

হাকিম বললেন,

‘আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন।’

অতঃপর হাকিম ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দাসী কিনে নিয়ে তার প্রথম মালিককে দিয়ে দিলেন। তারা খুশিমনে বিদায় নিল।[১৯]

---

[১৯] ত্বওকুল হামামাহ লি ইবনি হাযম (২৬৫)

বিদআতের সাজা

বাগদাদের এক রাতের এক অনন্য বিতর্কসভার বর্ণনা দিয়েছেন বিশিষ্ট ফকিহ আবু মালিক বিন মারওয়ান বিন মালিক আল-কুরতুবী। তিনি এ ঘটনা তার ওস্তাদ শায়খ আবু বকর আল-আবারি আল-মালিকির কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন (যিনি আনুমানিক হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরুর দ্বিতীয় দশকে বাগদাদের ফকিহদের শায়খ ছিলেন)। তিনি বলেন, আমরা একদল আলিম ও দ্বীনদার লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। সেখানে আহলুস সুন্নাহর এক ব্যক্তি মুতাযিলা মতবাদের ছদ্মবেশী এক অনুসারীর সাথে বিতর্ক করে। মুতাযিলা মতবাদের উত্থানের শুরুর দিকে বেশ চমকদার ইলমী বাহার দেখিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে ফেলেছিল। কুরআন হাদীসের রেফারেন্সের ফুলঝুরি লোকজনকে বোকা বানিয়ে ফেলে। বিশেষ করে যখন এই মতবাদ 'বিশ্বাস করেই মেনে না নিয়ে যুক্তির স্লোগান' তুলে বেশ জনপ্রিয়তাও লাভ করে ফেলেছিল, তখনকার দিনগুলোতেই সেই বিতর্ক হয়েছিল। বিতর্ক দীর্ঘ আলোচনায় রূপ নিলে সন্ধ্যায় আমিও আমার পরিচয় গোপন করে সেই বিতর্কে অংশ নিলাম।

মুতাযিলি ব্যক্তি নিজের মতো কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিল। যা সে নিজেও বুঝে না তাও সে নিজের মতো ব্যাখ্যা দিয়ে চলছিল। এবং সে তার মতবাদের বিপরীতে কোনো কথা শুনতে রাজি ছিল না। সে কথা যতই যৌক্তিক হোক না কেন, তা সে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। মোদ্দাকথা, যা তার মস্তিষ্কের সাথে খাপ খায় না, এমন সব বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে চলছিল।

বহুক্ষণ ধরে বিতর্ক কোনো সিদ্ধান্তমূলক অবস্থানে পৌঁছাতে পারল না। সুন্নী ব্যক্তি বললেন,

‘এই বিতর্কের শেষ নেই। এই মজলিস সফলতা ছাড়াই শেষ হবে, এবং কোনো ফলাফলের দিকে পরিচালিত হবে না। তাই আর কথা না বাড়ানোই উচিত। আমাদের এখানে অনেক দ্বীনদার, পরহেযগার লোকজন এসেছেন। তাদের মাধ্যমে দুআ করে আমাদের মজলিসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হোক। তারা এই দুআই করবেন, যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে যে হক তাকেই বিজয়ী করেন। সকল বাতিল দূরীভূত করেন। আমাদের সকলের অন্তরে কুরআন বসিয়ে দেন।’

আমরা সবাই মিলে দুআ করলাম।

আমরা চলে এলাম। অল্পসময় পর মুতাযিলি ব্যক্তি হন্তদ   হয়ে আমার সাথে দুঃখিত ও হতাশ হয়ে দেখা করল। এবং সে আমার কাছে ভারাক্রান্ত মনে স্বীকার করল যে, সে কুরআন ভুলে গেছে। এমনভাবে ভুলে গেছে, যেন সে কখনোই কুরআন মুখস্থ করেনি।

কাজেই আমি বুঝতে পারলাম, তার এই দুরবস্থা সে বাতিলপন্থী হওয়ার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, নিজের প্রবৃত্তিকে সত্যের উপর প্রাধান্য দিয়েছে সে মহান আল্লাহর কিতাব বহন করার যোগ্য নয়। এই কুরআন অনুধাবন করেও সে বিপথগামী গোমরাহ মতবাদ আঁকড়ে ধরার ফলে সত্য থকে বিচ্যুত হয়েছে। এমন ভ্রান্ত লোকদের অনুসরণ করেছে, যারা হক থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সিরাতুল মুস্তাকিম ছেড়ে যুক্তি ও বুদ্ধিকে আপন করে নিয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ছেড়ে যুক্তি দিয়ে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করেছে। যার ফলে তারা এমন এক বিভ্রান্ত মতবাদ আবিষ্কার করেছে, যা সালফে সালেহীনের পন্থা ও পদ্ধতি নয়।

সে কুরআন ভুলে গেল। যে কুরআন সুস্পষ্ট। যে কুরআনে কোনো বক্রতা ে ই। সেই কুরআনকে সে বক্র পন্থায় ব্যবহার করার কারণে, এই মহান কিতাব বহন করার কোনো যোগ্যতা তার আর বাকি রইল না।[২৬]

[২৬] ারতীবুল মাদারিক ওয়াতাকরিবুল মাসালিক: কাযী ইয়ায বিন মূসা আল ইয়াহসুবি (মৃত্যু : ৫৪৪ হিজরি) পৃষ্ঠা : ৪২৯/১, আবু বকর আল আবহারারি আল মালিকী (২৮৯-৩৭৫)

কর্ডোবার বুকমার্কেট

আবদুল্লাহ তার পরিবারের সাথে বাতলিউসের একটি গ্রামে বাস করতেন। গাঁয়ের পাশে বয়ে গেছে মিঠাপানির নদী। লোকেরা নদীর মিষ্টি জল পান করত, খাল কেটে নিজেদের খেতখামার নদীর পানি দিয়ে সিঞ্চন করত। বাতলিউস শহরটি তার ফসল, বাণিজ্য, আঙুরের খেত, দালানকোঠা, সুন্দর মসজিদ, হাম্মামখানা, বাজারঘাট এনং সরাইখানার জন্য বিখ্যাত ছিল।

আব্দুল্লাহর বাবা ছিলেন গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের একজন। তার বহু জমিজিরাত, খেতখামার, বাগান এবং জমজমাট ব্যবসাবাণিজ্য ছিল। কিন্তু তার পুত্র আব্দুল্লাহ অকর্মণ্য, ভীতু টাইপের ছিল। তার পিতা তার সাহস বাড়িয়ে তাকে শক্তিশালী করতে চাইলেন। তিনি তাকে কিছু টাকা দিয়ে তা দিয়ে কোনো ব্যবসা দাঁড় করাতে বললেন। সে তার পিতার প্রতি আনুগত্যশীল সন্তান ছিল। পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থে ছোট গ্রাম থেকে বেরিয়ে কর্ডোবায় যাত্রা করল। সেখানে গিয়ে হৈ-হট্টগোলে ভরা ব্যস্ত বাজারে সওয়ারী থেকে নেমে দিশেহারা হয়ে গেল। বুঝতে পারছিল না, সে ব্যবসা কোথা থেকে শুরু করবে?

কিন্তু ব্যবসা সে করবেই। তাই অভিজ্ঞতা নিতে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে সুগন্ধি বাজারে গিয়ে সেখানে কী ধরনের ভেষজ, মশলা, সুগন্ধি, গোলাপ এবং শুকনো তুলসী বিক্রি হয় তা দেখে নিল। তারপর গেল তৈজসপত্র, প্রাচীন জিনিসপত্র এবং সিরামিকের বাজারে। একে একে ফলফলাদির দোকান, কাচের জিনিসপত্র সবকিছুই ঘুরে ঘুরে ে খল। যা কিছু সে দেখছিল তাতেই মুগ্ধ

হচ্ছিল। এরপর গেল বইয়ের বাজারে। বইয়ের দোকানে দোকানে ঘুরে বুঝতে পারল, বই কেনার প্রচুর চাহিদা আছে। হাত বাড়িয়ে একটা বই টেনে নিয়ে প্রচ্ছদ পরীক্ষা করল। এরপর বই খুলে দামি কাগজ, দুর্দান্ত ক্যালিগ্রাফি এবং জ্বলজ্বলে কালি দেখে অবাক হলো।

উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে প্রচ্ছদ, বাঁধাইয়ের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ শেষে বই পড়তে শুরু করে। বইয়ের বাজারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে বই পড়তে পড়তে সে বুঝতে পারেনি সময় কতটা গড়িয়েছে!

এবার আমাদের এই বন্ধু সিদ্ধান্ত নিল, সে বইয়ের ব্যবসা শুরু করবে। কিন্তু কীভাবে শুরু করবে? তার তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সে ভাবল, শুরু করে দেয়া ভালো। একবার শুরু করে দিলে অভিজ্ঞতা আপনা-আপনি এসে যাবে।

বই কেনার জন্য সে গেল নিলামের বাজারে। কর্ডোবার এক লাইব্রেরিয়ান মারা গেছেন। তার সমস্ত বইপত্র নিলামে তোলা হলো। সে তার পিতার দেয়া টাকায় পুরো দোকানটি কিনে নিয়ে সমস্ত বই কুলিকে দিয়ে সরাইখানায় নিয়ে এল। এই সরাইখানায় সে গ্রাম থেকে এসে অবস্থান করছে। দ্রুত দুপুরের খাবার সেরে নিয়ে, কামরায় প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলো। এরপর নিজের কেনা পণ্য অর্থাৎ বইপত্রগুলো নেড়েচেড়ে ে খতে লাগল। সে যদিও তালিবুল ইলম ছিল না, কিন্তু পড়াশোনায় ভালো ছিল। সে একের পর এক বই খুলে খুলে দেখতে লাগল। যে বইটি তার ভালো লাগছিল এবং তার মাঝে প্রভাব বিস্তার করছিল ে টাই সে পড়তে লাগল। একপর্যায়ে যে কাজের জন্য সে কর্ডোবা শহরে এসেছে অর্থাৎ ব্যবসা করা, সেটা ভুলে গিয়ে বই পড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বইয়ের কোনো বিষয় তার বুঝে না এলে কর্ডোবার জামে মসজিদে অথবা বাজারে কোনো তালিবুল ইলম পেলেই তার কাছ থেকে বিষয়টি জেনে নিত। তার অতিরিক্ত প্রশ্ন খে সকলেই তাকে ফকিহ এবং সাহিত্যিকদের মজলিসে আসা-যাওয়া করার পরামর্শ দেয়।

এই যুবকই পরবর্তীকালে আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন সাঈদ আল বাতলিউসী হিসেবে পরিচিত হোন। আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণে বিশেষ অবদান রাখেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজেই বলেন,

'আমার ইলম তলবের নেপথ্য কারণ ছিলেন আমার পিতা। আমার পিতা গ্রামের লোক ছিলেন। গ্রামে তার বিপুল সহায়-সম্পত্তি ছিল। তিনি আমাকে দুই শ দিনার দিয়ে ব্যবসা করার জন্য শহরে পাঠিয়েছিলেন। আমি কর্ডোবা এসে বাজারে বাজারে ঘুরে ঘুরে বইয়ের দোকানের সামনে এসে থামলাম। এত এত বই দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমি দুই শ দিনার দিয়ে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে কিছু বইপত্র কিনে নিই। অতঃপর সরাইখানায় নির্জনে আমি এসব বই পড়া শুরু করি। পড়তে পড়তে ভাবতে থাকি, এগুলো ে া বিক্রি করার জিনিস নয়। একপর্যায়ে আমি সব বই পড়ে ফেলি। কিন্তু অনেক কিছুই আমি বুঝতাম না। তালিবুল ইলমদের কাছে প্রশ্ন করতাম এবং তাদের কাছে জানতে চাইতাম,

'কোন ইলম বেশি উপকারী?'

তারা আমাকে বলল, 'সাহিত্য'।

এরপর তাদের কাছে জানতে চাইলাম,

'সাহিত্যের কোন কিতাব বেশি প্রসিদ্ধ?'

তারা বলল, 'কিতাবুল আইন'।

এই কিতাব পড়তে আমি ওখানকার একজন শায়খের কাছে গেলাম। এই কিতাব মুখস্থ করতে আমার মাসখানেকের বেশি সময় লাগেনি। এরপর আমি ব্যাকরণের উপর একটি বই মুখস্থ করে নিলাম। ইলম চর্চার স্বাদ পয়ে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমি উল্লেখযোগ্য একজন আলিমে পরিণত হলাম।

আমার কাছে সঞ্চিত অর্থকড়ির সবকিছু খরচ করে গাঁয়ে গিয়ে আমার বাবার সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে পরিস্থিতি স র্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি অবাক হয়ে গেলেন এ কথা শুনে যে, আমি খালি হাতে এসেছি। জানতে চেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'মূলধন কোথায়? লভ্যাংশ কোথায়? আমি তোমাকে টাকা দিয়েছি ব্যবসা শুরু করতে!'

আমি তাকে আমার ঘটনা বললাম। পুরো ঘটনা শুনে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন না;

বরং খুশিই হলেন। বললেন,

‘হে বৎস, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি দয়া করেছেন। আমাকে অন্য কিছু দিয়েছেন আর তোমাকে ইলম।’

আমি আমার পিতার কাছ থেকে কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে আবারও শহরে ফিরে এলাম। শায়খদের দরসে মনোযোগ দিয়ে ইলম চর্চা করতে করতে এই পর্যন্ত এসেছি। মানুষ এখন আমার কাছে জমায়েত হয়, আমার কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করে।’

শায়খ আবু আব্দুল্লাহ গভীর অনুধাবন-শক্তির অধিকারী আলিম এবং ভালো শিক্ষক ছিলেন। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রয়োজনীয় এবং চমকপ্রদ বহু কিতাব লিখেছেন। বহু কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি একাডেমিক ধারার বাইরে কোনো মনগড়া কথা বলতেন ।। তার একটি কবিতা আছে,

‘জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যুর পরেও অমর,
তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাটির নিচে পড়লেও সে জীবিত।
জাহিল মাটিতে হাঁটতে হাঁটতেও মৃত,
তাকে জীবিত মনে করা হয়, আসলে সে অচল।’

তিনি বলতেন,

‘একজন সাহিত্যিকের জন্য নিজের ভাষাগত সৌন্দর্যের চেয়ে হৃদয় ও চরিত্রের সৌন্দর্য বেশি প্রয়োজন।’

তিনি লিখে গেছেন,

‘যে ব্যক্তির আচার-আচরণ সুন্দর, চরিত্র সুন্দর, লেনদেন স্বচ্ছ, উঠাবসায় ভদ্র—তার বাসায় কেমন সাহিত্য আছে তা মানুষ লক্ষ করে না। আবার এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা তাদের সময়ে সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেছে, কিন্তু তাদের লেনদেন, চলাফেরা, চরিত্রের কোনো মাধুর্য ছিল না।’[৫৮]

---

[৫৮] মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আনসার (২১৮/৭), আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন সাঈদ আল বাতলিউসী (মৃত্যু : ৫২১), আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণে তার বিশেষ অবদান উল্লেখযোগ্য। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্র হলো : ‘আল ইক্তিযাব শারহু আদাবিল কিতাব’, মু’জামুল বুলদান (৪৪৭/১)

পাখির বিচার

প্রাচ্য থেকে এক ব্যবসায়ী আন্দালুসিয়ায় এলেন। তিনি বেশ কিছু পণ্য নিয়ে এসেছিলেন আন্দালুসিয়ার সমৃদ্ধ এবং জনপ্রিয় বাজারে বিক্রি করার আশায়। কিন্তু তার মূল পণ্য ছিল তার সাথে থাকা একটি নীলকান্তমণি পাথর। তার আশা পাথরটি আন্দালুসিয়ার বাজারে বিক্রিত হবে এবং বিক্রিত মূল্য দিয়ে কিছু জিনিসপত্র কিনে তিনি তার দেশে ফিরে যাবেন। এই উদ্দেশ্যে পরিবার-পরিজন ছেড়ে বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে এসেছিলেন। তিনি যখন আন্দালুসে পৌঁছলেন, তখন সেখানে বসন্তকাল চলছে। বসন্তের মনোলোভা পরিবেশে আন্দালুসের বাজার-ঘাট, বাগবাগিচা, নদী দেখতে খতে তিনি মুগ্ধ হয়ে এই শহরের প্রেমে পড়ে যান।

দূরদেশের বণিক দেখেন, জলপাইয়ের ডালে গানরত বুলবুলি, গমখেতের মাঝখানে উড়ে বেড়ানো চড়ুই, কবুতর বসন্তের গান গায়। খেতে ফলেছে প্রচুর ফসল। ধূসর কাঠবিড়ালিগুলো চীনাবাদামের গাছের কাণ্ডের উপর লুকোচুরি খেলে খেলে ছুটে বেড়ায়। গাছের ফল সংগ্রহ করে এবং গাছের ফাঁপা স্থানে বানানো বাসায় নিয়ে যায়। কাঠঠোকরা পাখি কাঠের গায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে বাসা বানাচ্ছে। তার ঠোঁটের দক্ষতা কাঠমিস্ত্রির শাবলকেও হার মানায়। বসন্তকাল শেষ হয়ে গেলে কাঠঠোকরা পাখি চলে যাবে এবং তার বাসায় বসবাস করবে কাঠবিড়ালি। এই অদ্ভুত পৃথিবীতে প্রাণিকুলের পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা, তাদের মধ্যকার সহযোগিতার দৃশ্য বণিক দীর্ঘ সময় ধরে ঘুরে ঘুরে দেখল।

আন্দালুসের আকাশের নীলচে রং ধূসর জলপাই গাছের ডালের সাথে মিলিত হয়েছিল। বণিক চোখ ফিরিয়ে তারপর দৃষ্টি দিলো হলুদ বালির টিলায়। টিলার উপরিভাগ সবুজ পামের কার্পেটে আবৃত। সবুজের চাদরে ফোটা বুনোফুল সৃজনশীল নকশার মতন, যা দক্ষ তাঁতিরাও করতে পারে না। তিনি গাছ এবং বালির টিলার আড়ালে জলাশয়ে সাঁতার কাটতে নামলেন। নীলকান্তমণি পাথরটা জামার মধ্যে রেখে পানিতে নামলেন।

হঠাৎ একটা অকল্পনীয় ঘটনা ঘটল। একটা চিল দূর থেকে এই নীলকান্তমণি পাথরকে মাংসের টুকরো মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে উড়াল দিয়ে চলে গেল। বণিকের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। হায় হায়! এ কী এ কী! চিলটা কখন আবিষ্কার করবে যে এই কাপড়ের থলিতে মাংস নেই! ততক্ষণে তো সে তার শিকার নিয়ে দ্রুত উড়ে বহুদূর চলে যাবে। তড়িঘড়ি করে পানি থেকে উঠে তিনি চিলের পথ অনুসরণ করে তার পিছনে দৌড়ে গেলেন। কিন্তু চিল বাগানে ঢুকে গাছগাছালির ডালপালায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বণিক তার মূল্যবান পাথর হারিয়ে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শহরে ফিরে এলেন। লোকজনকে তার দুর্ভাগ্যের কথা বলাতে সকলে তাকে পরামর্শ দিলো,

‘আপনি আন্দালুসের শাসক আবু আমেরের কাছে গিয়ে আপনার অবস্থা জানিয়ে আর্জি পেশ করুন।’

অগত্যা তিনি আন্দালুসিয়ার শাসক মনসুর আল হাজিবের কাছে গিয়ে দরবার প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। দরবারে প্রবেশের অনুমতি পেলে তিনি তার অবস্থা বিস্তারিত খুলে বললেন।

মনসুর বললেন,

‘সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনার কষ্ট দূর করে দিন। ইনশা-আল্লাহ, আমি কী ব্যবস্থা নিতে পারি দেখি!’

বণিক তার নীলকান্তমণি ফিরে পাবার আশা বাদ দিয়ে সরাইখানায় ফিরে এলেন। কিন্তু মনসুর যথারীতি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিলেন। নদীর নিকটবর্তী বাগানের মালিকদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। সেই সাথে তাদের

চাকরবাকর এবং বাগানের প্রহরীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সকলকে আদেশ দিলেন, এই বাগানের কোনো কর্মচারীর আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে যেন তাকে জানানো হয়। হঠাৎ একদিন খবর এল, এক রাখালকে তার মেষশাবক শস্যাগার থেকে মাঠে নিয়ে যেতে দেখা গেছে। সে একটি গাধা, একটি জিন এবং একটি নতুন পোশাক কিনেছে। নতুন পোশাক কেনার মতো সচ্ছলতা তার আগে ছিল না। মনসুর তাকে অবিলম্বে তার সামনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। সে উপস্থিত হওয়ামাত্রই কোনো কথাবার্তা ছাড়াই মনসুর তাকে বললেন,

'ওই লাল ব্যাগটি নিয়ে আসো।'

পরিস্থিতি দেখে রাখাল হতবাক হয়ে গেল। সে আতঙ্কিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মনসুরকে বলল,

'জাঁহাপনা আমাকে ছেড়ে দিন। আমি এক্ষুনি সেটা আমার ঘর থেকে নিয়ে আসছি।'

তার সঙ্গে একজন লোক দেয়া হলো। অতঃপর সে তার বাড়ি থেকে নীলকান্তমণি পাথরটা এনে মনসুরের হাতে লে দিলো। মনসুর ব্যাগ খুলে পাথরটা ঠিকঠাক আছে কি না দেখে বণিককে ফিরিয়ে দিলেন। বণিক যারপরনাই আনন্দিত হয়ে বলল,

'আল্লাহর কসম, আমি পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত যেখানেই যাব, সর্বত্র বলব যে, ইবনে আবি আমের পাখিদেরও বিচার করেন।'

বণিক চলে গেলে ইবনে আবি আমের রাখালের দিকে ফিরে বললেন,

'যদি তুমি নীলকান্তমণি পাথর আমার কাছে নিয়ে আসতে, আমি ে ামাকে ধন-সম্পদ দান করতাম। কিন্তু তুমি নিজের কাছে রেখে দিয়েছ। তাই না শাস্তি পেলে, না কোনো পুরস্কার পেলে।'

অবশেষে রাখালও কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে দরবার ছেড়ে বেরিয়ে গেল।[৬২]

---

[৬২] নাফহুত ত্বীব মিন গুছনিল আন্দালুসির রত্বীব (৪০১/১)